ঘটনা প্রবাহ

সাতদিন

৫ আগস্ট : অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ অভিযান ২০০২-এর নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম হবার পরও অবৈধভাবে কথিত ভারতীয় পোল্ট্রি ফিড জাতীয় নিম্নমানের গম ক্রয়ের অভিযোগে পাবনা ও বগুড়া সদর খাদ্য গুদামের দুই কর্মকর্তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

আমিনবাজারে ফেনসিডিল বিক্রেতাদের গুলিতে সাভার থানার এসআই নিহত এবং বরিশালের ভান্ডারিয়ায় ডাকাতের গুলিতে এক স্কুলছাত্র নিহত।

৬ আগস্ট : ডেমরার মুক্তি সরণির শনির আখড়ায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে ইসলামী ঐক্যজোটের ভাইস চেয়ারম্যান পীরজাদা মোসলেউদ্দিন আবু বকর নিহত হয়েছেন।

যথাযথ মর্যাদায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত।

৭ আগস্ট : দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ু কর্পোরেশন থেকে ফ্রিগেট ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ৪৪৭ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধনের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবদুল আউয়াল মিন্টুসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় একটি দুর্নীতি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্কুলছাত্র বাপ্পীকে অপহরণ, হত্যার ঘটনা স্বীকার করেছে বাপ্পীর খালাতো ভাই শিপন এবং এ ঘটনায় খালা-খালুসহ ৬জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৮ আগস্ট : ব্যাংকের ৩০০ কোটি টাকা নিয়ে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর উধাও হওয়ার ঘটনা তদন্তের জরুরি নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর।

আরমানীটোলা হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্র বাপ্পী হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ফাঁসির দাবিতে নগরীতে হাজার হাজার লোকের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

রাজধানীতে বিএনপি, আওয়ামী লীগ নেতা ও ব্যবসায়ীসহ ৫ জন খুন, কুমিল্লায় আরো এক অপহৃত স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার।

৯ আগস্ট : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমিনপুরে একই পরিবারের ৬ জনের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে।

হঠাৎ করে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় ঢাকার বিভিন্ন স্থান, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জে জনজীবন বিপর্যস্ত।

রাজধানীর উত্তর মাড়ায় একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে ৬ বছরের শিশু রত্নাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে।

১০ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারায়ণগঞ্জে জাতীয় মৎস্যপক্ষ ২০০২ উপলক্ষে শীতলক্ষ্যা নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রায় মাসব্যাপী বিদেশ সফর শেষে দেশে ফিরেছেন।

১১ আগস্ট : গম ক্রয় কেলেঙ্কারি তদন্তের জন্য গঠিত সচিব কমিটির নির্দেশে দেশের সব খাদ্য গুদামের গম স্থানান্তর অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

দুই মাস বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) খোলার প্রথম দিনে যথারীতি ক্লাস হয়েছে।

দেখতে চাই না

এমন ছবি

বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ সবচেয়ে ভারী। তারপরও বাবা খুঁজে ফিরছেন সন্তানের লাশ। এরচেয়ে বেদনাদায়ক দৃশ্য আর কী হতে পারে?

'মা কথাটি ছোট আরও কিন্তু যেন ভাই, মায়ের চেয়ে বড় এ ভুবনে নাই।' সেই মায়ের কাছে বাপ্পীর আর ফিরে আসা হয়নি। বাপ্পীর খাতায় লেখা এই কবিতা বুকে জড়িয়ে মা অপেক্ষা করেছেন তার জন্য। বাড়ির আর সবাই জানলেও বাপ্পীর মা তখনও জানতে পারেননি যে বাপ্পী আর তার কোলে ফিরে আসবে না। খুনিরা বাপ্পীকে কেবল খুন করেনি, খুন করে তার লাশ বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।

শিহাবের মাও তার ছেলেকে আর ফিরে পায়নি। বাপ্পীকে যেমন সাইকেলে চড়ানো আর নদীতে বেড়ানোর কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, শিহাবকেও তেমনি সাইকেলে চড়াবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর খুন করে তার লাশ টুকরা টুকরা করে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছিল, কেউ যেন খুঁজে না পায়।

এই দুটো হত্যাকান্ডই ঘটেছে রাজধানী ঢাকায়। অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। অপহরণকারীদের লক্ষ্য ছিল মুক্তিপণ আদায়। শিহাবের হত্যাকারীরা ঐ মুক্তিপণ নিয়ে এক নিমিষে বড়লোক হয়ে যেতে চেয়েছিল। আর বাপ্পীর হত্যাকারীরা তাদের নেশার খোরাক জোগাতে এই টাকা চেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই হত্যাকারীদের বয়স খুব বেশি নয়। কেউ কৈশোর পেরিয়েছে, কেউবা যুবক বয়সের। আর উভয় ক্ষেত্রেই নিজেরা দলবেঁধে এই হত্যাকান্ড করেছে। শিহাবের হত্যাকারীরা শিহাবকে আটকে রেখে বাজার থেকে ছুরি কিনে এনেছে। তারপর ঠান্ডা মাথায় খুন করে দেহ খন্ডবিখন্ড করে বিভিন্ন পুঁটলি বানিয়েছে। আর বাপ্পীর হত্যাকারীরা নৌকায় বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে একজন পা চেপে ধরেছে, একজন গলা টিপে ধরেছে। তারপর ঐ লাশ পানিতে ফেলে দিয়েছে। ঠান্ডা মাথায় এ ধরনের খুন কেবল প্রফেশনাল খুনিরাই করতে পারে। পশ্চিমের দেশগুলোর সিরিয়াল কিলিং-এর সঙ্গে এ দুটি হত্যা ঘটনার তুলনা করা যায়। কিন্তু কোনো প্রফেশনাল খুনি নয়, শিহাব-বাপ্পীর ঘনিষ্ঠজনরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং ঠান্ডা মাথায়।

বাংলাদেশে বর্তমানে অপহরণ-খুন-ধর্ষণের ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের পাতা খুললেই এই অপহরণ-খুন-ধর্ষণের সংবাদ পড়তে হয়। কিন্তু শিহাব-বাপ্পীর খুন সমাজের যে চেহারাটা তুলে ধরছে তা কেবল বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের জন্যও ভয়ানক। এই দুটি ঘটনায় যে মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না করলে সমাজে এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটবে। এমনিতেই বাংলাদেশের সমাজ নিরাপত্তাহীন। এই নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। এই দুটি খুনের ঘটনাতেই অপহরণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল টাকা আদায়। এই টাকা দিয়ে খুনিরা বড়লোক হতে চেয়েছে। নেশার টাকা জোগাড় করতে চেয়েছে।

'শিহাব আর বাপ্পীর হত্যাকান্ডের বিষয়ে একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, ঐ শিশু দুটির ঘনিষ্ঠ ও আপনজনরা তাদের লোভ দেখিয়ে অপহরণ করেছে। ঐ খুন যখন তারা করেছে তখন কোনো প্রকার পরিচয়, ভালোবাসা, আত্মীয়তার কোনো সম্পর্কই খুনিদের মনকে নাড়া দেয়নি। শিহাবকে হত্যা করেছে তার পরিচিত বড় ভাইরা। আর বাপ্পীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে তার আপন খালাতো ভাই। কোনো প্রকার সামাজিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক খুনিদের মনকে এতটুকু টলাতে পারেনি'

আসলে সমাজের এই ভোগবাদী চরিত্রটাই নতুন প্রজন্মকে এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে লিপ্ত করছে। সমাজে টাকাই এখন সব কিছুর মানদন্ড। এজন্য সমাজের ওপরতলায় যেমন দুর্নীতি, দুর্বৃত্তপনা চলে, সেটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে নিচে। আর এই টাকা উপার্জনের ফিকির খুঁজতে কোনো অপরাধমূলক কাজ করতেও কেউ দ্বিধা করছে না আর। মুক্তবাজার অর্থনীতি সারা পৃথিবী জুড়ে যে ভোগবাদের জন্ম দিয়েছে তার থেকে এ দেশের সমাজও দূরে থাকতে পারছে না।

এই ভোগবাদের আরেক দিক হচ্ছে নেশার জগতে বিচরণ। পৃথিবী জুড়েই এই নেশার বিস্তৃতি ঘটেছে। ঘটেছে বাংলাদেশেও। বাংলাদেশ এখন হেরোইনসহ সব ধরনের নেশাবস্তুর ট্রানজিট পয়েন্ট। সমাজের নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত কেউ আর এই নেশার সর্বনাশা হাতছানি থেকে বাদ থাকছে না। নেশার এই ভয়ঙ্কর টান মানুষের মনে অপরাধবৃত্তিকে আরও বেশি করে জাগিয়ে তুলছে।

সামাজিক বন্ধনের শিথিলতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সমস্ত সমাজকে এই পংকিলতার মধ্যে আরও গভীরভাবে নিক্ষেপ করছে। শিহাব আর বাপ্পীর হত্যাকান্ডের বিষয়ে একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, ঐ শিশু দুটির ঘনিষ্ঠ ও আপনজনরা তাদের লোভ দেখিয়ে অপহরণ করেছে। ঐ খুন যখন তারা করেছে তখন কোনো প্রকার পরিচয়, ভালোবাসা, আত্মীয়তার কোনো সম্পর্কই খুনিদের মনকে নাড়া দেয়নি। শিহাবকে হত্যা করেছে তার পরিচিত বড় ভাইরা। আর বাপ্পীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে তার আপন খালাতো ভাই। কোনো প্রকার সামাজিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক খুনিদের মনকে এতটুকু টলাতে পারেনি। বরং খুনটাকে তারা এতই স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে যে নিজেদের পরিচয় সেভাবে গোপন রাখার চেষ্টা তারা বিশেষ করেনি।

এই ঘটনা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিহাব অপহরণের পর পুলিশকে জানানো হলেও প্রথমে তারা বিশেষ গা করেনি, এমনকি খুনের এলাকায় একটা কর্তিত হাতের সন্ধান পাওয়ার পরও। বাপ্পীর ক্ষেত্রে অবশ্য ক্লু এত স্পষ্ট ছিল না, খুনিরা তৎক্ষণাৎই ধরা পড়েছে। তবে অপহরণের ঘটনার পরপরই পুলিশ কার্যকর ভূমিকা নিলে এই হত্যাকান্ড হয়তো ঠেকানো যেত। আসলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের জীবন-মাল রক্ষার দায়িত্বের যে প্রশ্নটি প্রচলিত ছিল সেটা ক্রমশই অপসৃয়মাণ। পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনী এখন তাদের পেশার মূল্যবোধকে হারিয়ে জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা তাদের আর সেভাবে বিশেষ নাড়া দেয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে দায়িত্ব নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী নিজেরা এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সমাজের সকল অংশের মানুষকে সে কাজে সংশ্লিষ্ট করে সেই দায়িত্ববোধ দূরে থাক, সাধারণ সংবেদনশীলতাও এখানে অনুপস্থিত হয়ে পড়ছে প্রতিদিন। ফলে এ ধরনের অপরাধকর্ম ক্রমশই বাড়ছে এবং দিন দিন সেটা মানুষের সহ্য হয়ে যাচ্ছে। সমাজ মানসিকতার এই অবস্থাটি ভয়ানক। এর ফলে ভবিষ্যতে দেশ অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে।

শিহাব হত্যাকান্ডের ঘটনায় সরকারের তরফ থেকে দ্রুত তদন্ত ও বিচারের তাগিদ ছিল। সে কারণে ঐ বিচার রেকর্ড সময়ে শেষ হয়েছে। ধারণা করা গিয়েছিল এ ধরনের দ্রুত তদন্ত ও বিচার এরকম অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে সাহায্য করবে। কিন্তু বাপ্পী হত্যার ঘটনা প্রমাণ করল যে কেবল আইনের প্রয়োগই যথেষ্ট নয়, সমস্ত সমাজকে এ ব্যাপারে নাড়া দেয়া প্রয়োজন। সমাজের প্রতি অংশের মানুষকে যদি এ ধরনের অপরাধবৃত্তি সম্পর্কে সচেতন ও তার প্রতিরোধে সোচ্চার না করা যায় তাহলে কোনো বিচার ও শাস্তি ঐ অপরাধকে দমন করতে পারবে না।

এ ক্ষেত্রে গাইবান্ধায় তৃষা হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে গণজাগরণের ঘটনাটি শিক্ষণীয়। শিহাব-বাপ্পীর মতো তৃষাও সমাজের এসব বখাটেদের পাল্লায় পড়ে জীবন হারিয়েছে। কিন্তু তার প্রতিবাদে কেবল গাইবান্ধা শহরে নয়, সেখানকার গ্রামাঞ্চলেও যে গণজাগরণ ঘটেছে সেটা অভূতপূর্ব। দলমত নির্বিশেষে গঠিত নাগরিক কমিটির উদ্যোগে মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সবাই। ফলে প্রশাসনই কেবল তৃষা হত্যার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে না, সামাজিকভাবেও এমন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে কোনো আইনজীবী তৃষা হত্যাকারীদের পক্ষে দাঁড়াতে পারছে না। খুনিরও অবশ্যই আইনের আশ্রয় পাবার অধিকার আছে। কিন্তু এ ধরনের সামাজিক প্রতিরোধ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় যে অপরাধকর্মের জন্য সমাজ তাকে সে ধরনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করার ক্ষমতা রাখে।

শিহাব-বাপ্পী হত্যার পাশাপাশি তৃষার হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে সংঘটিত প্রতিরোধ কর্মসূচি আমাদের সমাজে যে মেঘ জমেছে তাতে কিছুটা আশার আলো দেখায়। কিন্তু

প্রচার-প্রপাগান্ডা ও অ্যাকশনের ধারাবাহিকতায় সমাজের সর্বস্তরে এই প্রতিরোধ চেতনাকে বিস্তৃত করতে হবে। এর সঙ্গে আবশ্যিকভাবে যুক্ত রয়েছে দেশের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিতরা। এই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে যদি সংবেদনশীল, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তোলা না যায়, তাদের ওপর জনগণ যদি ভরসা করতে না পারে তাহলে এই প্রতিরোধকে বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে না

এটাকেও এখন যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এ ধরনের খন্ড খন্ড প্রতিবাদ-প্রতিরোধে লাভ নেই। এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য সমাজের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রতিরোধের এই চেতনাটি ছড়িয়ে দিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উদ্যোগ। প্রচার-প্রপাগান্ডা ও অ্যাকশনের ধারাবাহিকতায় সমাজের সর্বস্তরে এই প্রতিরোধ চেতনাকে বিস্তৃত করতে হবে। এর সঙ্গে আবশ্যিকভাবে যুক্ত রয়েছে দেশের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিতরা। এই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে যদি সংবেদনশীল, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তোলা না যায়, তাদের ওপর জনগণ যদি ভরসা করতে না পারে তাহলে এই প্রতিরোধকে বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে না। জনগণ তখন বাধ্য হয়ে নিজেদের হাতে ঐ দায়িত্ব তুলে দেবে। সেটা নতুন নৈরাজ্যের সৃষ্টি করবে। সুতরাং সামাজিক এই প্রতিরোধের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কার্যকর উদ্যোগকে যুক্ত করতে হবে। সেটা করতে পারলে জনগণের প্রতিরোধের সামনে এ ধরনের অপরাধকর্মের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে।

শিহাবের মা তার ছেলের লাশ দেখতে পারেননি। এই লেখা পর্যন্ত বাপ্পীর লাশেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই দুই মা তাদের ছেলের স্মৃতিকে নিয়ে বেঁচে থাকবেন। কিন্তু তাদের জীবন আর আগের মতো হবে না। এই মায়েদের জীবন যাতে এভাবে বদলে না যায় তার জন্য এগিয়ে আসা এখন সময়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিহাব-বাপ্পীরা সেই সময়ের ঘন্টা বাজিয়ে গেল। এই ঘন্টাধ্বনি সবাইকে জাগরিত করবে এটুকু আশা করা অসঙ্গত হবে না।

বিড়ম্বনার নাম ক্যাব

লিখেছেন **পারভীন তানি**

অফিস শেষ। অফিস পাড়া মতিঝিল লোকে লোকারণ্য। সবাই বাসায় ফিরবে। এদেরই একজন শফিকুল আলম। অনেকক্ষণ ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে। বাসায় ফিরবেন কিন্তু তেমন কোনো পরিবহন নেই। তার সামনে দিয়ে একের পর এক হলুদ/কালো ক্যাব চলে যাচ্ছে। শফিকুল আলম হাত নেড়ে ক্যাবগুলো থামানোর চেষ্টা করছেন। তার গন্তব্যস্থল মিরপুরের সেনপাড়া। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু গাড়িতে উঠতে পারছেন না। কোনো ক্যাবই মিরপুর এলাকায় যেতে চাচ্ছে না। অথচ তারা নিয়মানুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের যে কোনো এলাকায় যেতে বাধ্য। প্রতিদিন একই ভোগান্তি। প্রতিদিনই ক্যাব ড্রাইভারদের কাছে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে অসংখ্য শফিকুল আলম। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে যাত্রীবাহী বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়।

শুধু মিরপুর এলাকাই নয়, ঢাকাবাসীর মুখে এ অভিযোগ এখন নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্যাব সচ্ছল মধ্যবিত্তের জীবনে বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছিল। এখন যা পরিণত হয়েছে বিড়ম্বনায়। বিড়ম্বনার মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে, সাধারণ যাত্রীরা ক্যাব চালকদের কাছে অসহায়। চালকরা যা বলে যাত্রীরা তাই মেনে নিতে বাধ্য হয়। রাজধানীতে বর্তমানে হলুদ ও কালো ক্যাবের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৩ হাজার। আরও কিছু নামার পথে। ক্যাব চালকেরা নিজেদের পছন্দমতো রুটে চলতেই পছন্দ করে। প্রথম দিকে চালকরা মিটার মেনে চললেও এখন আর মিটার মানতে চায় না। ক্যাব ভাড়ার ক্ষেত্রে মিটারের চেয়ে চালকরা দরকষাকষি করতেই বেশি পছন্দ করে। অসহায় মধ্যবিত্ত এভাবেই ট্যাক্সিক্যাব চালকদের ব্লাকমেইলিংয়ের শিকার হয়। এমন ঘটনার কথা ইদানীং পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই আসছে। ক্যাব মালিকরা বিভিন্ন আশ্বাসের কথা শোনালেও তার কার্যকরী কোনো প্রভাব ক্যাব চালকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় ক্যাব স্ট্যান্ডকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অপরাধীচক্র। বিদেশ ফেরত যাত্রীরা এদের হাতে জিম্মি। প্লেন থেকে নেমেই যাত্রীরা সব হারানোর ভয়ে এমনকি নিজের জীবন হারানোর ভয়ে থাকে বিপর্যস্ত। ২৯ জুন মালয়েশিয়া ফেরত আবদুল হাইকে হত্যা করে তার মালামাল কেড়ে নেয় সন্ত্রাসীরা। পুলিশ এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত একজন ক্যাব চালককে গ্রেপ্তার করে। পরে এই চালক হাইকে হত্যার কথা স্বীকারও করে। পুলিশ বিমানবন্দর এলাকায় তাদের নজরদারি বাড়ালেও ক্যাব স্ট্যান্ডকেন্দ্রিক সন্ত্রাসী বা চালকদের দৌরাত্ম্য কমেনি। ক্যাব চালকদের এই হয়রানি প্রসঙ্গে সালিদা ক্যাব কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ম্যানেজম্যান্ট অপারেশনের মি. শরীফ বলেন, 'যাত্রীরা কোনো অভিযোগ করলে তদন্তের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়।' একজন যাত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২ আগস্ট ক্যাব এক্সপ্রেস কর্তৃপক্ষ তদন্তের মাধ্যমে একজন চালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তবে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গড়ে ওঠা অপরাধীচক্রের সঙ্গে ক্যাব চালকদের জড়িত থাকার বিষয়টি সকল ক্যাব কর্তৃপক্ষই অস্বীকার করেছেন। ক্যাব চালকরা কোনো প্রকার অপরাধীচক্রের সঙ্গে জড়িত নয়, এই দাবি করলেন নাভানা ক্যাবের মোঃ দেলোয়ার। মোঃ দেলোয়ার সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, 'নিয়মনীতির মধ্য দিয়ে প্রতিটি ক্যাব চালককে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। প্রতিটি চেকপোস্টে পুলিশ ক্যাব চেক করে। যাত্রীরা অভিযোগ করলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এখানে চালকদের স্বাধীনতার ব্যাপার নেই।'

ক্যাবের বিরুদ্ধে যাত্রীদের যেমন অভিযোগ আছে তেমনি ক্যাব চালকদেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। ঢাকায় মতিঝিল, শাহবাগ, মানিক মিয়া এভিনিউ, নিউমার্কেট এলাকায় রয়েছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এর মধ্যে আসাদ গেট এলাকায় ট্যাক্সিক্যাব চালক মোঃ শাহ আলমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কাছাকাছি দূরুত্বে যেতে চান না কেন? উত্তরে শাহ আলম বলেন, 'কাছাকাছি কোথাও গেলে খালি গাড়ি নিয়ে ফিরতে হয়। অনেক এলাকায় ভাড়াও পাওয়া যায় না। কিন্তু পেট্রোল খরচ হয় ঠিকই। এর খরচ কে দেবে? এটা ক্যাব চালকদের তার আয় থেকে দিতে হয়।' মোঃ শাহ আলম আরও জানালেন, 'মালিককে প্রতিদিন ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয় ৮০০ টাকা। এর মধ্যে আছে তেলের খরচ। রাস্তায় পুলিশের চাঁদা। মাস্তানের উৎপাত। সুতরাং রোজ দেড় থেকে দুই হাজার টাকা আয় না হলে জীবন ধারণ ভয়াবহ কষ্টের হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় অতিরিক্ত আয়ের আশায় মাঝে মাঝে ঢাকার বাইরে যেতে হয়।' ট্যাক্সি চালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অনেক ক্যাব এখন সিএনজি চালিত। তাই ক্যাব চালকেরা যেখানে সিএনজি পাম্প আছে শুধুমাত্র সেসব এলাকাতেই যেতে রাজি হয়। ঢাকায় মাত্র ৬টা সিএনজি স্টেশন আছে। সেগুলো থেকে গ্যাস নিতে তাদের দিনের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হয়। ট্যাক্সি চালকেরা সাপ্তাহিক ২০০০কে জানায়, সরকার যদি খুব দ্রুত ঢাকায় আরও অনেক সিএনজি স্টেশন করতে পারে এবং চালকদের রাস্তায় পুলিশ/মাস্তানের হয়রানিমুক্ত করতে পারে তবে যাত্রী হয়রানি কমবে। পাশাপাশি ঢাকার জনসংখ্যা অনুসারে প্রচুর সংখ্যক ট্যাক্সি নামালে যাত্রী হয়রানির হাত থেকে বাঁচবে বলে অনেকে মনে করেন। তবে হয়রানির হাত থেকে বাঁচার জন্যে আইন মেনে চলার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। আইন অনুযায়ী ক্যাব যাত্রীর পছন্দ মতো স্থানে যেতে বাধ্য। এ বিষয়ে যাত্রীদেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যাত্রীদের বোঝা প্রয়োজন তাদের কিছু অধিকার আছে। ক্যাব যেতে না চাইলে নিকটস্থ পুলিশের কাছে জানাতে পারেন। পুলিশ যে সব সময় যাত্রীর পক্ষে কাজ করবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। তবে যাত্রীরা সচেতন হলে ক্যাব চালকদের স্বেচ্ছাচারিতা কিছুটা হলেও কমতে পারে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের শপথ

তীব্র ক্ষোভ ও অধিকার আদায়ের দীপ্ত শপথের মধ্য দিয়ে ৯ আগস্ট পালিত হয়েছে বিশ্ব আদিবাসী দিবস। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে ধীরগতি ও সিলেট পার্বত্য অঞ্চলে খাসিয়া-গারোদের পাহাড় দখলের প্রবণতা, সমতলের আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আদিবাসীদের সমাবেশে। সকালে মৌলভীবাজারের মাধবকুন্ড পাহাড়ের খাসিয়াদের যুদ্ধ নৃত্য দিয়ে আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা, সংসদ সদস্য প্রমোদ মানকিন, পঙ্কজ ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা বলেন, বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের ওপর আজ নির্যাতন চলছে। তাদের ভূমির অধিকারহীন করে তোলা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সিলেটে খাসিয়াদের ওপর নির্যাতন চলছে। রাষ্ট্রীয় শাসকেরা আদিবাসী সমস্যা সমাধানে আন্তরিক নয়। আজ আদিবাসীরা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে। দেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে তাদের সমর্থনে আজ এগিয়ে আসতে হবে। পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, আজও আদিবাসীরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়নি। দুপুর ১২টায় শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ র‍্যালি বের হয়। বিকালে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় ড. কামাল হোসেন, রাজা দেবাশীষ রায়, জনের লিজেনার, ওভে লারসেন, ড.এইচকে আরেফিন. মণিস্বপন দেওয়ান, প্রমোদ মানকিন ড. আবুল বরকত আন্না মিনজ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা। আলোচনা সভায় ড. কামাল হোসেন বলেন, স্বাধীন হওয়ার পর দেশ কিভাবে চালিত হবে তা সংবিধানে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। অথচ আজও সব মানুষের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়নি। সাংবিধানিক অধিকার সবার জন্য নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। আদিবাসী ফোরাম বিশ্ব আদিবাসী দিবসে দশ দফা দাবি তুলে ধরেছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমির অধিকার স্বীকার দ্রুত শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, আলফ্রেড সরেন, সিদিতা রেজাসহ আদিবাসী হত্যার বিচার, নারী নির্যাতন বন্ধ, সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয়সহ ভূমি কমিশন গঠন। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করা, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাস জমি বন্টন, উন্নত প্রকল্প গ্রহণে আদিবাসীদের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এ দাবি প্রসঙ্গে আদিবাসী ফোরামের সঞ্জীব দ্রং ২০০০কে বলেন, 'আদিবাসীদের এ দাবি ন্যায়সঙ্গত। এ দাবি সরকারকে দ্রুত মানতে হবে। তা না হলে আগামীতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। আদিবাসীদের পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকে গেছে।' দেশে ৪৫টি আদিবাসীর ২০ লাখ আদিবাসী বাস করছে। মূলত দিনব্যাপী বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম আরো জোরালো হয়ে উঠেছে।

জয়ন্ত আচার্য

যশোর

মৃতরাও আওয়ামী লীগ কমিটিতে

দীর্ঘ দুই মাস পর যশোর আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত কমিটি নিয়ে চলছে তোলপাড়। কমিটিতে উপেক্ষিত হয়েছে ত্যাগী নেতারা। মৃত ব্যক্তির নামও এসেছে কমিটিতে...

লিখেছেন যশোর থেকে
মামুন রহমান

আলী রেজা রাজু

ফারাজী শাহাদৎ হোসেন

দীর্ঘ প্রায় ২ মাস নেতৃত্ব শূন্য থাকার পর অবশেষে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ৭ আগস্ট রাতে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম কমিটি ৬০ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করে। বিশাল এই কমিটিতে প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট ফারাজী শাহাদৎ হোসেনকে আহ্বায়ক ও যশোর-৩ (সদর) আসন থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য আলী রেজা রাজুকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে। আর ঘোষিত এ কমিটি নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে যশোরে। যোগ্য ও ত্যাগী নেতা-কর্মীদের কমিটিতে ঠাঁই না পাওয়া নিয়ে তো বটেই, সেই সঙ্গে ৫ বছর আগে মারা গিয়ে যাদের হাড় মাংস মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তাদের নামও কমিটিতে থাকায় এই তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি গোঁজামিল দিয়ে তৈরি করা এই কমিটি আদৌ আসল কিনা, অর্থাৎ সত্যি সত্যিই প্রেসিডিয়ামের সভায় অনুমোদিত কিনা তা নিয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, আওয়ামী লীগ আগামীতে সরকার বিরোধী কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর সে কারণেই যে সমস্ত জেলায় বিরোধ ছিলো সে সমস্ত কমিটি ভেঙে দেয়া হয়। গত সংসদ নির্বাচন ও পৌর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যশোর আওয়ামী লীগ বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারাই ঐ বিভক্তির মূলে ছিলেন। মূলত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত যশোর জেলায় তাদের পতন ঘটে। ৬টি আসনের মধ্যে ৫টিই হাত ছাড়া হয়ে যায় তাদের। দ্বন্দ্বের কারণে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী যে সমস্ত কর্মসূচি দেয় যশোরে তা মূলত ফ্লপ হয়। সঙ্গত কারণেই নিবেদিত নেতাকর্মীরা দাবি তোলেন কমিটি ভেঙে দেয়ার। ঐ সময় প্রবীণ নেতা আলহাজ তবিবুর রহমান সরদার সভাপতি ও শরীফ আব্দুর রাকিব জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সার্বিক অবস্থা আঁচ করতে পেরে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ জুন যশোর জেলা আওয়ামী লীগের কমিটি ভেঙে দেন। এ খবর যশোরে পৌঁছুলে একপক্ষ মুষড়ে পড়লেও সিংহভাগ নেতাকর্মী উল্লাস প্রকাশ করেন। তারা দাবি তোলেন, যথাযথ খোঁজ-খবর নিয়েই একটি যোগ্য ও গতিশীল আহ্বায়ক কমিটি গঠনের। পাশাপাশি তদ্বিরকারকরাও নেমে পড়েন। তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের ম্যানেজ করে আহ্বায়ক কমিটিতে ঠাঁই পাওয়ার জন্য দেন দরবার শুরু করেন। সাবেক সংসদ সদস্য আলী রেজা রাজু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফ আব্দুর রাকিবের নেতৃত্বাধীন উভয় গ্রুপ সে মোতাবেক নামের তালিকাও জমা দেন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবেও ব্যাপক খোঁজ খবর নেয়া হয়। তারপরই গঠন করা হয় ৬০ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি। কিন্তু কমিটির তালিকা পড়ে ভিরমি খাওয়ার উপক্রম হয় অনেকের। কমিটিতে এমন কিছু রয়েছে যা দেখে হতবাক হয়ে যান সবাই। শুধু অখ্যাত নয়, ৪/৫ বছর আগে মারা গেছেন তাদের নামও সযত্নে ঠাঁই পেয়েছে তালিকায়। তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন আব্দুর রাজ্জাক খান। তিনি যশোর চেম্বারের সভাপতি ও অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় ৫ বছর আগে তিনি ভারতে বেড়াতে গিয়ে মারা যান। এ ছাড়াও আরো দু'জন মরহুম ব্যক্তিকে আহ্বায়ক কমিটির সদস্য বানানো হয়েছে। তারা হলেন, হাবিবুর

রহমান খোকন ও মোঃ শাহজাহান। এ ছাড়া দলের সবচেয়ে প্রবীণ ও সাবেক সভাপতি আলহাজ তবিবুর রহমান সরদারকে আদৌ কমিটিতে রাখা হয়েছে কি না তা নিয়েও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তার নাম তালিকায় নেই। তবে আলহাজ তৈয়বুর রহমান সরদার নামে একজনের নাম রয়েছে। এখন বলা হচ্ছে ঐ নামটিই তবিবুর রহমান সরদারের। প্রিন্টিং মিসটেকের কারণেই এমনটি হয়েছে। এ বিষয়টি কেউ কেউ মেনে নিলেও আরেকটি বিষয় মানতে পারছেন না বা মিলাতে পারছেন না সিংহভাগ নেতাকর্মীই। আর তাহলো– তালিকার ৪৭ ও ৪৮ ক্রমিকের দুটি নাম। আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হিসাবে ৪৭ নম্বরে আলী কদর ও ৪৮ নম্বরে শামসুজ্জামানের নাম ছাপা হয়েছে। কিন্তু শামসুজ্জামান বলে জেলা আওয়ামী লীগে তেমন কেউ নেই। যিনি আছেন তিনি হলেন আলী কদর সামছুজ্জামান। এখন বলা হচ্ছে তার নামই ভুলবশত ভেঙে ভেঙে ২ বার লেখা হয়েছে। হতেও পারে! কিন্তু সাধারণ নেতাকর্মীরা তা মানতে পারছেন না। কারণ কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় নেতারা প্রায় ২ মাস সময় পেয়েছেন। কমিটি গঠন করা হয়েছে যশোর থেকে পাঠানো এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিভিন্ন তদন্ত কমিটির দেয়া তালিকা থেকেই। তাহলে এমন তেলেসমাতি কারবার ঘটলো কেমন করে? যশোর থেকে নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা সরবরাহ করা হয়নি। তাছাড়া দলকে গতিশীল ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য করার জন্য কেন্দ্র থেকে গোপন টিম পাঠিয়েও খোঁজ খবর নেয়া হয়। আর সে কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, আদৌ খোঁজ খবর নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে, নাকি দলীয় কার্যালয়ে সংরক্ষিত পুরনো তালিকা ছাঁটকাট করে চালিয়ে দেয়া হয়েছে? কেউ কেউ এও বলছেন এ কমিটি ভুয়া। এমনটি হতেই পারে না। আর যদি হয়েই থাকে তাহলে তা কেমন করে হলো। যাদের তথ্যের ওপর ভর করে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে, তারা কি তাহলে এভাবেই দলকে বিভ্রান্ত করেন। বিএনপির ভুলত্রুটিগুলোকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ব্যঙ্গ করে বলেন, ওসব 'হাওয়া ভবন' থেকে পাওয়া। এখন খোদ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বলছেন, যশোরের আহ্বায়ক কমিটির তালিকা তাহলে কোন ভবন থেকে পাওয়া?

দে • য়া • ল • লি • পি

গমের মধ্যে রাজনীতি

খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান গম সংগ্রহে কেলেঙ্কারি সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করতে গিয়ে বলেছেন যে, গমের মধ্যে রাজনীতি ঢুকে গেছে। এই রাজনীতি বিরোধীদলীয়, না অন্তর্দলীয় সেটা অবশ্য তিনি বলেননি। সম্প্রতি বগুড়ায় সরকারি গম ক্রয়কে কেন্দ্র করে যে কেলেঙ্কারি ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে তাতে অভিযোগের আঙুলটি বিএনপি দলের দিকই নির্দেশ করে। আর এখানে যে অভিযোগ পাওয়া গেছে তাতে বিএনপি দলীয়রাই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। সুতরাং মন্ত্রী যদি গমের মধ্যে রাজনীতি খোঁজ করেন তাহলে রাজনীতিটা তাদের নিজেদের মধ্যেই। কিন্তু এই রাজনীতির খেলায় যে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা হলো, সরকারের খাদ্য ক্রয়নীতিতে কৃষককে তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম দেয়ার কথা বলা হলেও এই ক্রয়ে কৃষকরা কোথাও নেই। সরকারদলীয় সংসদ সদস্য, ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীরা এসব ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাজার দাম ও সরকারি দামের মধ্যে পার্থক্যের অঙ্ক ছাড়াও খারাপ এবং খাবার অযোগ্য শস্য দিয়ে গুদাম ভর্তি করে দেয়। সে কারণে মন্ত্রী গমের ভেতরে রাজনীতি না খুঁজে যদি সরকারি খাদ্য ক্রয় ব্যবস্থার এই বিষয়গুলো খুঁজে দেখতেন এবং তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতেন তা হলে লাভ হতো।

নাজাত দিবস

বিআরটিসির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম বলেছেন, পয়লা সেপ্টেম্বরকে মানুষ নাজাত দিবস হিসেবে পালন করবে। এর কারণ ঐ দিন থেকে ঢাকায় সব ধরনের দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন চালিত গাড়ি উঠে যাওয়া। আর সহজ করে বলতে গেলে বেবিট্যাক্সি-টেম্পো উঠে যাওয়া। এটা ঠিক যে এই দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত যে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো মানুষ রয়েছে তাদের জীবন-জীবিকার কি হবে? সরকার অবশ্য তাদের জন্য সিএনজি চালিত যানবাহনসহ অন্য আরও কিছু প্রোগ্রামের কথা বলেছে। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে তার সম্পর্ক এতই কম যে লোকগুলোর কর্মসংস্থানের জন্য সেসব যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছে না। এখন এই কর্মহারা মানুষ যদি ছিনতাই-চুরিতে নেমে পড়ে তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে! এক নাজাত দিবস পালন করতে গিয়ে যেন নতুন মুনাসীবের পাল্লায় না পড়ি।

কারও সর্বনাশ, কারও পৌষ মাস

কথাটা উল্টো করে বলতে হলো। সারা ঢাকা মহানগরের মানুষ যখন ডেঙ্গু আতঙ্কে ভুগছে তখন তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কী করণীয় সেটা বলতে গিয়ে এসিআই বলছে যে ঘরে অ্যারোসল স্প্রে করলে এবং তারপর ঘর বন্ধ করে মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখলে ডেঙ্গু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আর এই অ্যারোসল আর মশার কয়েল যে এসিআই'র তৈরি ডেঙ্গুর উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য তাদের দেয়া বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে বলা না হলেও বিজ্ঞাপন চিত্র ও সাধারণ জ্ঞান দিয়েই মানুষ সেটা বুঝে নেয়। একেই বলে মানুষ মরা নিয়ে ব্যবসার নমুনা।

দাওয়াতের নমুনা

বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারীরা সবাইকে তাদের অধীনস্ত মনে করেন। দেশের মানুষকে প্রজা ভাবার ঔপনিবেশিক আমলের মানসিকতা তাদের এখনও দূর হয়নি। সম্প্রতি মাদারীপুরের সরকারি কর্মকর্তারা এ ধরনের মানসিকতার নমুনা দেখিয়েছেন বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য সাংবাদিকদের দেয়া দাওয়াতপত্রে। মন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় সভার জন্য সাংবাদিকদের দেয়া দাওয়াত পত্রে তাদের স্ব স্ব দপ্তরের আওতাধীন বিষয়ের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের দেয়া ঐ দাওয়াতপত্রে সরকারি কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের পৃথক করে দেখা হয়নি। জেলা প্রশাসক সম্ভবত মনে করেছেন, আর সব সরকারি কর্মকর্তাদের মতো সাংবাদিকরাও তার অধীনস্থ কর্মকর্তা।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিতর্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশ পাঠানোর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাড়া স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সরাসরি যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি জাতীয় দৈনিক ঐ ঘটনার জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে দায়ী করে বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ফলাও করে ছাপে। ঢাকার দেয়ালে দেয়ালে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে একটি ছাত্র সংগঠনের পোস্টারও দৃষ্টিগোচর হয়। বিষয়টি এ পর্যন্ত থাকলেও চলত। এখন দেখা যাচ্ছে ঐ জাতীয় দৈনিকের প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি জাতীয় দৈনিকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সপক্ষে না হলেও তার বিরুদ্ধে অনাবশ্যক প্রচার চলছে বলে অভিযোগের ইঙ্গিত দিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই জাতীয় দৈনিক দু'টির সংবাদ পরিবেশনায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিয়ে বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। মজা হচ্ছে যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিয়ে এই বিতর্কে মন্ত্রণালয়ের মূল মন্ত্রী অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিশ্চুপ। জানা যায়, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দাপটে তার কাজ মন্ত্রণালয়ের শোভাবর্ধন করায় নেমে এসেছিল। প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে এই বিতর্ক তাকে বরং খুশিই করেছে।